

💵 প্রচলিত বিভিন্ন খতম তাৎপর্য ও পর্যালোচনা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ অজুহাত ও তার পর্যালোচনা রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ,কম

খতমে ইয়াসিন

কুরআন করীমের মোট ১১৪ টি সূরার একটি সূরার নাম ইয়াসিন। সূরার ধারাবাহিক ক্রমানুসারে এটি কুরআনের ৩৬ নং সূরা। কুরআনের অন্যান্য আয়াত তেলাওয়াত করলে প্রতিটি অক্ষরে যে পরিমাণ ছওয়াব পাওয়া যায় এই সূরা তেলাওয়াত করলেও তার প্রতিটি অক্ষরে সেই পরিমাণ ছওয়াব পাওয়া যাবে। তবে কুরআনে মাত্র কয়েকটি সূরা রয়েছে যেগুলোর অতিরিক্ত কিছু ফযিলত রয়েছে যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সহীহ হাদীসে সূরা ইয়াসিনের অতিরিক্ত কোনো ফযিলত বর্ণিত হয় নি। দু একটি দুর্বল ও বিভিন্ন জাল বানোয়াট হাদীসে এ সূরার বিভিন্ন ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। দুর্বল হাদীসের মধ্যে প্রসিদ্ধ হাদিসটি হচ্ছে:

" إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يس ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات". (سنن الترمذي، فضل يس، رقم:2887)

"প্রত্যেক বস্তুর একটি হৃদয় রয়েছে, আর কুরআনে হৃদয় হচ্ছে 'ইয়াসিন'। যে ব্যক্তি 'ইয়াসিন' পড়বে আল্লাহ তার আমলনামায় দশবার পূর্ণ কুরআন পড়ার নেকী দান করবেন।"[1]

ইমাম তিরমিয়ী হাদীসটি বর্ণনার পর নিজেই হাদীসটির সনদ গরীব ও দুর্বল বলে মন্তব্য বরং প্রমাণ করেছেন। তার মন্তব্য মতে হাদীসটি একেবারেই দুর্বল। অনেকে হাদীসটিকে বানোয়াট বলেও মন্তব্য করেছেন। তিরমিযির আলোচনা থেকেও এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মোটকথা 'ইয়াসিন' সূরার আলাদা ফযিলতে কোনো নির্ভরযোগ্য হাদীস নেই।[2]

হাদীসটির অবস্থা এমন অর্থাৎ বিশুদ্ধ না হলেও তা আমাদের সমাজে অত্যন্ত প্রচলিত। অপরদিকে এই হাদীস এবং আরো কিছু ভিত্তিহীন হাদীসের উপর নির্ভর করে চালু রয়েছে এই সূরার খতম। একবার পড়ার খতম, দশবার পড়ার খতম, চল্লিশবার পড়ার খতম। কুরআন বা সুন্নায় যার কোনো ভিত্তি নেই। যার মনে যা চেয়েছে ইচ্ছামত রাসূলের সুন্নাহ এর পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

কারো মৃত্যু নিকটবর্তী হলে তার নিকট এই সূরা খতম করার প্রচলন রয়েছে।

এতে নাকি মুমূর্ষ ব্যক্তির কস্ট হাল্কা হয়। এসবের কোনো কিছুই সহীহ হাদীস নির্ভর নয়। পক্ষান্তরে সহীহ হাদীসে মুমূর্ষ ব্যক্তির পাশে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর তালকীনের কথা এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

(عصمیح مسلم، باب تلقین الموتی لا اله الا الله، رقم:2162) (صحیح مسلم، باب تلقین الموتی لا اله الا الله، رقم:2162) "মৃত্যু উপস্থিত ব্যক্তিকে তোমরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর তালকীন করো।"[3]এর বিপরীত মৃমূর্ষ ব্যক্তির পাশে 'ইয়াসিন' পড়ার কোনো আমল রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন শিক্ষা সাহাবিদের দেন নি। এ সম্পর্কে যা বলা সবই অনির্ভরযোগ্যু, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট।



>

ফুটনোট

- [1] তিরমিয়ী, সুনান, ইয়াসিনের মর্যাদা অনুচ্ছেদ, নং:২৮৮৭।
- [2] আলী হাশীশ, সিলসিলাতুল আহাদীসিল ওয়াহিয়াহ, ১/৩৩৫, আলবানী, আস-সিলসিলাতুদ্-দ'য়ীফাহ, ১/৩১২।
- [3] সহীহ মুসলিম, মৃত্যু উপস্থিত ব্যক্তিকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর তালকীন অনুচ্ছেদ, নং: ২১৬২। তালকীন অর্থাৎ মুমূর্ষ ব্যক্তি মুখোমুখি এই কালেমা উচ্চরণ করা, যাতে সে তা শিখে বা স্মরণ করে পড়তে পারে। এতে তার জীবনের শেষ বাক্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হবে।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=11081

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন